২৫

তারিখ 22 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ২৫ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

লাইব্রেরীতে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় —ইত্তেফাক

সমস্যা

লাইব্রেরীই যাদের ভরসা

লাইব্রেরীর সেলফ-এ রাখা বইয়ের একটা আলাদা গন্ধ থাকে। গন্ধটা শুধু বই পড়ুয়ারাই টের পায়। অনেকদিনের পুরোনো বইয়ের সেই গন্ধটা নাকে এলে অতীতের কোন সুখ স্মৃতির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় একদিন এইখানে বসে বই পড়ার কথা। তখনকার সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে তখনকার পরিচিত কোন প্রিয়মুখ। ধোঁয়াটে স্মৃতি ক্রমশ ক্লোজ আপ শটের মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বইপ্রেমিকেরা তাই লাইব্রেরীতে ছুটে যায়। ছুটে যায় কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। কেউ যায় গল্প উপন্যাস পড়ার জন্য। আবার কেউ যায় সামনে ক্লাস টিউটোরিয়াল বা ইনকোর্স পরীক্ষা, নোট করতে হবে, সেজন্যে। দেখা যায় একটি বিষয়ের আট-নয়টা রেফারেন্স বই আছে। একজন ছাত্রের পক্ষে বড় জোর একটা বা দুটো বই কেনা সম্ভব। বাকী বইয়ের জন্য তাকে লাইব্রেরীতে ছুটতেই হয়। আর তাই দেখা যায় ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কোন কোন ছাত্র বা ছাত্রী লাইব্রেরীতে বসে নোট করছে। কারোর বা ক্লাস থাকে না। কিন্তু বাসা থেকে সকালেই বেরুচ্ছে লাইব্রেরীওয়ার্ক করার জন্য। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে চার পাঁচটা বই ঘেঁটে ঘেঁটে নিরলসভাবে নোট করতে থাকে। দুপুরে হালকা নাস্তা সেরে আবারও নোট করতে বসে। লাইব্রেরীতে সব ধরনের বই পাওয়া যাবে এরকম মন-মানসিকতা নিয়ে সবাই লাইব্রেরীতে ছোটে। কিন্তু যখন দেখা যায় প্রয়োজনীয় বইটা পাওয়া যাচ্ছে না বা বইটার একটা মাত্র কপি ছিল তা অন্য একজন ছাত্র নিয়ে নোট করছে তখন মন খারাপ হয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে নিয়মিত লাইব্রেরী ওয়ার্ক করে এমন কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা হলো এই প্রতিবেদকের।

রেজাউল ইসলাম রাজু জানাল—অধিকাংশ সময় প্রয়োজনীয় বই পাওয়া যায় না। একটি বইয়ের একটিমাত্র কপি থাকার কারণে অনেক সময় এই অসুবিধায় পড়তে হয়।

পারভিন আক্তার, ফরিদা আঞ্জুমান পিয়া ও ফৌজিয়া ইসলাম মলি তিনবান্ধবী একসঙ্গে বসে নোট করছিল। ওরা জানাল অনেক সময় বই থাকা সত্বেও লাইব্রেরীয়ানরা বই দেন না। কেন দেন না? প্রশ্ন করতেই মলি জানাল, বইটি কোথায় আছে তা দু' একজন আনাড়ী লাইব্রেরীয়ান জানে না। আর তা ছাড়া লাইব্রেরীয়ানদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ভালো তাদেরকে বাইরে বই নিতে দেয়। মাসের পর মাস বইগুলো তারা নিয়ে রেখে দেয়, আর অসুবিধা হয় আমাদের মত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের। আমাদেরই এক বন্ধু লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো হওয়ার কারণে বই তুলে নিয়ে যায়। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে বলে ঐ বইটাতো আমার কাছে, তোমরা পাবে কোত্থেকে?

নাসরীন আখতার রেখা জানাল—অনেক সময় লাইব্রেরীয়ানরা কষ্টের জন্য বলে, বইটা নেই। কেউ যদি লেটেস্ট ছিঁড়া বই দেখতে চায়, তবে তার লাইব্রেরীতে আসা উচিত। কিছু কিছু বই স্যাতসেঁতে থাকে। আরেকটি কথা কেউ কেউ নিছক আড্ডা দেয়ার জন্য লাইব্রেরীতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে অন্যের অসুবিধার সৃষ্টি করে।

এস আলমগীর আহমদ শান্তনু জানাল, সময়মত বই পাওয়া যায় না। অধিকাংশ বইয়ের পৃষ্ঠা নেই। লাইব্রেরীয়ানকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায় শিক্ষক কিংবা কোন লাইব্রেরীয়ানের কার্ড দিয়ে অনেক ছাত্রই লাইব্রেরী থেকে বই উঠিয়ে নিয়ে যায়।

রেহনা হোসনে আখতার তুহিন জানাল লাইব্রেরীতে আরো বই-এর দরকার। একটি বিষয়ে নোট করার জন্য ৪/৫টি বই-এর দরকার হয়। কিন্তু তা আমরা পাই না। বসার জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। কারণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাজমুন নাহার রুবি জানাল, আমাদের সেমিনার থেকে বাড়িতে বই নেয়ার নিয়ম আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে যেসব বই আছে তার পাতা কাটা। আর প্রয়োজনীয় একটা বইও সেখানে নেই।

মোখলেসুর রহমান সাগর জানাল, বইয়ের স্বল্পতা তো রয়েছেই, তার পাশাপাশি কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের ও বন্ধুদের কার্ড দিয়ে একসঙ্গে একই বিষয়ের চার/পাঁচটি সহায়ক পুস্তক আটকে রাখার প্রবণতাও রয়েছে। ফলে অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ বিষয়ের প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করতে পারে না।

লাইব্রেরী সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চাহিদা অনুযায়ী বই পাচ্ছে না তারা। তাদের অভিযোগ হচ্ছে একটি বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা বড় জোর তিন থেকে চারটা। সেখান থেকে শিক্ষকেরা কার্ড দিয়ে বই নিয়ে যান; লাইব্রেরীয়ানরা তাদের পরিচিত ছাত্রদের বই তুলে দেন। শেষে দেখা যায় বই থাকে একটা বা দুইটা। তখনই অসুবিধাটা হয়।

এ ব্যাপারে একজন লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে কথা হলো। তিনি জানান, শিক্ষকরা বই উঠিয়ে একমাস রাখতে পারেন। যদি কোন শিক্ষক কোন বই ইস্যু করে একমাসের বেশী রাখেন তবে প্রতি বইয়ের জন্য জরিমানা বাবদ কিছু টাকা তার একাউন্ট থেকে কেটে নেয়া হয়। আর সাধারণ ছাত্ররা বই ইস্যু করে দুই সপ্তাহ বই রাখতে পারে।

যদি কোন বইয়ের পাতা কাটা থাকে তখন আপনারা সেই বইটি কি করেন? উত্তরে লাইব্রেরীয়ান বললেন—ছাত্ররা বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচর করলে আমরা সেই বইটার কেটে নেয়া পাতার স্থানে অনুরূপ পাতার ফটোকপির অংশ 'সেট' করে দেই।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে লাইব্রেরীয়ান বললেন ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বই না পায় তখন আমাদের উপর রাগারাগি করে, নানারকম কথা শোনায়। কিন্তু আমাদের কি করার আছে? যদি তারা তাদের বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে গিয়ে অসুবিধার কথা জানায় তবেই একটি সমাধান হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ প্রতি বাজেটে প্রতি বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যানের বরাবর বই কেনার জন্য কিছু টাকা নির্ধারিত হয়। তখন চেয়ারম্যান আমাদের বইয়ের তালিকা দেন। আমরা সেই তালিকা দেখে বই কিনি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন পুরো ব্যাপারটাই বিভাগীয় চেয়ারম্যানের উপর নির্ভর করে।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরীর কোন কর্মচারীর কার্ড দিয়ে বই তুলে নেয় এটা কতটুকু যুক্তি সংগত? হ্যাঁ তুলতেই পারে। তবে যার কার্ড দিয়ে বইটা তোলা হবে তার অবশ্যই মনে রাখা দরকার বইটা ঠিক সময় লাইব্রেরীতে আসছে কি না।

আমরা আশা করবো প্রতি বাজেটে বই কেনার সময় সম্মানিত বিভাগীয় চেয়ারম্যান লাইব্রেরীতে তাঁর বিভাগের কি কি বই বর্তমানে আছে, কি বই দরকার, কোন বইটা নষ্ট হয়ে গেছে তার খোঁজখবর নিয়ে বইয়ের তালিকা লাইব্রেরীতে পাঠাবেন। যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের আর অসুবিধায় পড়তে না হয়। যাতে করে দু'একটা বই নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর কাড়াকাড়ি না লাগে। আর যারা বই তোলেন লাইব্রেরী থেকে এ ব্যাপারে তাদেরও মন-মানসিকতা এরকম হওয়া উচিত, আমি যে বইটা তুলছি, তার প্রয়োজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিয়ে দেবে। যাতে অন্য একজন এই বইটা নিয়ে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে।

যারা বই থেকে পাতা কেটে নেন তাদের প্রতি আর কিইবা বলার আছে। ইচ্ছে করলেই পাঁচ/দশ টাকা দিয়ে 'জিরোক্স সেকশন' থেকে ফটোকপি করে নিতে পারেন। অথচ তা না করে পাতা কেটে নিয়ে যান। তারা কতটুকু উপকৃত হন কে জানে। বিদ্যা কেটে বিদ্যার্জন কতটুকু সম্ভব তারাই ভালো জানেন। তাদের উদ্দেশ্যে এইটুকু বলবো—আপনার কারণেই আপনার আরেকজন বন্ধু বা বান্ধবী তার প্রয়োজনীয় মূহূর্তে বইটা কাজে লাগাতে পারবে না-এই কথাটা মনে রেখে আপনি ঐ পাতাগুলো ফটোকপি করে নিন।

"লাইব্রেরী পবিত্র জায়গা। আপনার প্রয়োজন শেষে অপরকে তার প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ দিন।"- লাইব্রেরীর একটি স্থানে একথাগুলো পড়ার পর মনে হলো এ লাইন গুলো ক'জন ছাত্র-ছাত্রী মেনে চলে কে জানে...!

❑ সারওয়ার-উল-ইসলাম